বাংলা সাধিত প্রত্যয় : পুনর্বিচার

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

Bangla derivational affix is very important to form a word. Traditionally this affix is usually Suffix and this suffix is evaluated according to meaning and structure accumulated. Now a day's this idea has been changed and suffix is being justified according to meaning or structure. This article will be clarified the usages of the Bangla derivational affix and its structure.

প্রত্যয়ের সংজ্ঞা বাংলা ব্যাকরণের প্রত্যয় অভিধা সংস্কৃত ব্যাকরণ হতে আগত। প্রথাগত ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব (morphology) অংশে প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে। নতুন শব্দ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণিক উপাদান হিসেবে বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় আশ্রিত ও গ্রহণীয়। বলা হয়, শব্দগগঠনের উদ্দেশ্যে শব্দ বা নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়। প্রচলিত ব্যাকরণে প্রত্যয় (suffix) কে গণ্য করা হয়েছে ধাতু বা শব্দ মূলের উত্তরে ব্যবহৃত ভাষার সহায়ক সংশ্রয় হিসেবে এবং সংজ্ঞায় বলা হয়ছে, ধাতু ও শব্দমূলের পরে যে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে।[১] সংস্কৃত ব্যাকরণে নির্দিষ্ট (Particular) অর্থে ব্যবহৃত সংস্কার শব্দের অংশরূপে প্রত্যয়ের ব্যবহার পাওয়া যায়। সংস্কারঃ= প্রকৃতিপ্রত্যয়যোজন্যগুণাধানম অর্থাৎ প্রকৃতি (item, base) ও প্রত্যয় (suffix) জনিত গুণের (attribute) গ্রহণকে সংস্কার বলে ।[২] প্রত্যয় সংজ্ঞার্থে অনেকে আবার অর্থবাচকতা ও অর্থযোজকতার বিষয়টিও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন- 'ধাতু বা শব্দের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়, সে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে ।[৩] ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে যে শব্দাংশ সাধারণতঃ বিশেষ অর্থের নির্দেশ করে সেই শব্দাংশকে প্রত্যয় বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ শব্দাংশ বিশেষ অর্থের নির্দিশ না করে প্রকৃতির নিজের অর্থেরই নির্দেশ করে। তখন একে স্বার্থে (= নিজের, অর্থাৎ প্রকৃতির অর্থে) প্রত্যয় বলে। যেমন, চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর, স্বার্থে-নিচ প্রত্যয়। এরূপ স্বার্থে সন প্রভৃতি কৃৎ (যেমন জুগুপ্সতে <গুপ্ + সন্ + লট্ত) এবং ক প্রভৃতি তদ্ধিত (যেমন গুনক < গুন + ক) প্রত্যয় হয় ।[৪] 'তৈত্তিরীয় সংহিতায়' প্রত্যয় ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে 'প্রত্যেতি পশ্চাদ্ আগচ্ছতি ইতি প্রত্যয়ঃ।' অর্থাৎ যা পরে যুক্ত হয় তা-ই প্রত্যয়। অর্থাৎ যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে ।[৫] আধুনিক ব্যাকরণে প্রত্যয় গৃহীত হয়েছে ব্যাপক অর্থে। প্রত্যয় কেবল ক্রিযামূল বা শব্দের পরে যুক্ত শব্দাংশ নয়, শব্দ বা ধাতুর আদিতে, মধ্যে বা অন্তেযা যোগ হয়, তাই হল প্রত্যয় (affix)- "a letter or sound, or group of letters or sounds, (= a morpheme) which is added to a word, and which changes the meaning or function of the word) [৬]

---

* প্রভাষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথাগত ব্যাকরণের প্রত্যয় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যাকরণিক ও বদ্ধরূপমূল অভিধায় অভিহিত। এ প্রত্যয় বা বদ্ধরূপমূল অবস্থানের ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) উপসর্গ (prefix): শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় এবং যার অর্থবাচকতা বিদ্যমান তাকে বলা হয় উপসর্গ, যেমন- উপকথা, আজীবন (খ) মধ্য প্রত্যয় (infix):শব্দের মধ্যে যা যোগ হয়, তাই হচেছ মধ্য প্রত্যয়। বাংলা ভাষায় এ মধ্য প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। তবে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় এ প্রত্যয়ের উদাহরণ সুলভ। তগল (Tagalu) ভাষায় 'sulat' শব্দের অর্থ লিপি। এতে un- মধ্য প্রত্যয় যোগ করলে হবে S-un-ulat = লেখা)।[৭] অন্ত্য প্রত্যয় বা পরসর্গ (suffix): শব্দ বা ধাতুর পরে যা যোগ হয়, তাকে বলা হয় অন্ত্য প্রত্যয় ; যেমন- ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত, ঘুম্ + আ = ঘুমা, ঘুম + আনো = ঘুমানো ইত্যাদি। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ধাতু বা শব্দের পরে যা যুক্ত হয় তাই কেবল প্রত্যয় নয় বরং ধাতু বা শব্দের আদিতে মধ্যে ও অন্তে যা যোগ হয় তাই প্রত্যয়। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রত্যয় আলোচনাপূর্বক এর সীবাবদ্ধতা ও ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে।

সাধিত প্রত্যয় (Derivative Suffix) রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে এর গঠন প্রকৃতি ও অর্থ প্রকাশে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এ ভূমিকার ভিত্তিতে রূপমূলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- সম্প্রসারিত রূপমূল (Inflectional morpheme) ও সাধিত রূপমূল (Derivative morpheme)। মুক্ত রুপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূলের চিহ্ন হিসেবে প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বচনের পরিবর্তন নির্দেশ করে। এ শ্রেণীর রূপমূল সম্প্রসারিত রূপমূল নামে পরিচিত। আর যে রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে মুক্ত রূপমূলের শ্রেণীগত পার্থক্য নির্দেশ করে তা সাধিত রূপমূল নামে পরিচিত।[৮] মুক্ত রূপমূলের শ্রেণীগত পার্থক্য নির্দেশক প্রত্যয়ই ব্যাপক অর্থে সাধিত প্রত্যয় (Derivative suffix) নামে পরিচিত–Derivational is the formation of a new word or stem. It typically occured by the addition of an affix. The derived word is often of a different word class from the original. It may thus take the influential affixes of the new word class (source:internet) সাধিত প্রত্যয়ের স্বাতন্ত্র্য সহজেই নির্দেশ যোগ্য। সাধিত প্রতয়ের বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) সাধিত প্রত্যয় ব্যাকরণগত উপাদান (খ) সাধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠিত হয় (গ) সাধিত প্রত্যয় নতুন অর্থ প্রকাশক (ঘ) সাধিত প্রত্যয় শব্দের গুণ বৃদ্ধিতে সহায়ক (ঙ) এটি নতুন শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের বিশেষ রীতি (চ) এ প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার একবচন, বহুবচন, স্ত্রী বাচক, ও পুরুষবাচক শব্দের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করা হয়। সাধারণত সরল শব্দের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। যে, সাধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোর গঠন ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। সম্প্রসারিত ও সাধিত প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠিত হলেও উভয়ের পার্থক্য সহজেই নির্দেশ করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই শব্দ বা রূপমূলের সঙ্গে এ সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলেও সম্প্রসারিত প্রত্যয় ব্যাকরণগত দিক নির্দেশ করে, আর সাধিত প্রত্যয় ব্যাকরণের বিভিন্ন পদশ্রেণী গঠনে সাহায্য করে। মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় সংযুক্তির পর এক শ্রেণীর রূপমূল অন্য শ্রেণীর রূপমূলরূপে চিহ্নিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশেষ্যমূলক রূপমূলের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় সংযুক্তির পর তা বিশেষণে পরিণত হতে পারে। এভাবে

সাধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে ভাষার রূপমূল ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। রূপমূল গঠন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যখন মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় যোগে নতুন রূপমূল গঠিত হয় এবং ব্যাকরণগত বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করে, তখন তাকে সাধিত প্রত্যয়রূপে চিহ্নিত করা যায়। (ছ) সাধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের তুলনায় কম। কেননা, ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি বিশেষ্যের সঙ্গেই সম্প্রসারিত প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে; কিন্তু বিশেষ্যমূলক বা বিশেষণমূলক রূপমূলের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয়যোগে অল্প সংখ্যক বিশেষ্য, বিশেষণে বা বিশেষণ, বিশেষ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। জ) মুক্ত রূপমুলের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধিত প্রত্যয় যোগ করে অন্য শ্রেণীর রূপমূল গঠনের ক্ষেত্রে সাধিত রূপমূলের গঠনগত রূপের পরিবর্তনে প্রভাব পড়তে পারে। যেমন: বিশেষণ হতে বিশেষ্য গঠনের সময় (দৃঢ়-দৃঢ়ত্ব) বা অন্যান্য প্রত্যয় সংযুক্ত হতে পারে। (ঝ) মুক্ত রূপমূলে একাধিক সাধিত প্রত্যয় ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: অগণতান্ত্রিক। সাধিত প্রত্যয়ের এসব বৈশিষ্ট্য থেকে এ প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়ন করা যায় এভাবে-যে প্রত্যয়ের সাহায্যে এক শব্দ হতে অন্য একটি নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলা হয় সাধিত প্রত্যয়-A derivational affix is an affix by means of which one word is formed (derived) from another (source: internet)

বাংলা প্রত্যয়ের প্রকারভেদ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার প্রত্যয় গঠনের রীতিতে স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা রয়েছে। ভাষাভেদে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যই এর জন্য দায়ী। যেমন, তলগ ও ইংরেজিসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় প্রত্যয় (Affix) তিন প্রকার। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যয় সাধারণত তিন প্রকার ক) বিভক্তি প্রত্যয় (খ) কৃৎ প্রত্যয় (গ) তদ্ধিত প্রত্যয়। এদের প্রত্যেকের আবার অবান্তরভেদ (= উপভেদ sub-classification) আছে। বিভক্তি প্রত্যয় সুপ্ ও তিঙ্ নামে দুপ্রকার ।[৯] বাংলা ব্যাকরণে দুই প্রকার প্রত্যয় প্রচলিত কৃৎ (Primary suffix) ও তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary suffix) । ধাতুর উত্তরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় কৃৎ প্রত্যয়।[১০] অন্যভাবে বলা যায়, ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে সব প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি করে তাদেরকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। যেমন: চল্ একটি ধাতু। এর সঙ্গে -অন প্রত্যয় যোগ করলে (চল + অন) বিশেষ্যটি পাওয়া যায়। আবার এর সঙ্গে -অন্ত প্রত্যয় যোগ করলে একটি বিশেষণ পদ পাওয়া যায় (চল্ + অন্ত =) চলন্ত। এ দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয় যে, কৃৎ প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদ গঠন করা যায়। অন্যদিকে নাম শব্দের শেষে যে সব প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়, তাদেরকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয় যেমন, রোগ একটি শব্দ; এটি হলো বিশেষ্য। এর শেষে -আ প্রত্যয় যোগ করে একটি নতুন শব্দ পাওয়া যায় রোগা বিশেষণ (Adjective) শব্দ। এভাবে রোগাটে রোগী, রোগগ্রস্ত ইত্যাদি শব্দ তৈরি করা যায়। তেমনি ছেলে শব্দটির সঙ্গে- মি (আমি এর সংক্ষিপ্ত রূপ) প্রত্যয় যোগ করে পাওয়া যায় ছেলেমি। উল্লেখ্য যে, পানিণির অনেক আগে থেকেই কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় এ নাম দুটি প্রচলিত। এ নাম দুটির কোন ব্যাখ্যা পাণিনি দেননি। কৃ + ক্বিপ = কৃৎ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করে যে (doer)। যা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রাতিপদিকে পরিণত করে তাই কৃৎ ,যেমন, গম্ + তব্য = গন্তব্য। তাহলে কৃৎ 'ধাতুজ শব্দগঠক' অর্থ বহন না করে শব্দজ শব্দ গঠক ও বুঝাতে পারে। তবে কৃৎ ধাতুর ব্যুৎপত্তি অর্থ থেকে একথা প্রতিভাত হয় যে, ধাতু ভিত্তি করেই শব্দ গঠন করে এ প্রত্যয়। তদ্ধিত শব্দকে ভাঙ্গলে

পাওয়া যায় তদ্ + হিত, 'তস্মৈ হিতম্' এর অর্থ যে প্রত্যয় বিহিত তারই সগোত্র প্রত্যয়দের চিহ্নায়ক। এক্ষেত্রে শব্দার্থের প্রসার ঘটে। পাণিনীয় তস্মৈ হিতম্ অর্থে ছ (ঈয়), যৎ (য) খ (ঈন) ইত্যাদি প্রত্যয় হয় যজ্ঞীয়, ব্রহ্মণ্য বিশ্বজনীন ইত্যাদি। এ সবই শব্দ বা প্রাতিপদিকের উপর বিধেয়। তাই যা প্রাতিপদিকের উত্তর বিধেয় সে সব প্রত্যয়কে সাধারণভ্যবে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়েছে। এর সারকথা হচেছ, যে প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ বা ধাতু গঠন করে তা কৃৎ প্রত্যয়, আর যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।[১১] উল্লেখ্য, বাংলা প্রত্যয় প্রকরণে সাধিত (derivative) ও সম্প্রসারিত (inflectional) এ দ্বিবিধ অভিধা প্রযুক্ত হয়নি। বাংলা ব্যাকরণে affix শ্রেণীর তিনটি ব্যাকরণিক উপাদান রয়েছে উপসর্গ, প্রত্যয় এবং বিভক্তি। উপসর্গ ও প্রত্যয় derivational morpheme ;শুধু বিভক্তি inflectional morpheme.

বাংলা শব্দ গঠন ও সাধিত প্রত্যয় বাংলায় শব্দ গঠনে সাধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রূপমূল বা শব্দ গঠন ও মুক্ত রূপমূলের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপমূলের অর্থ প্রসারের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ।[১২] বাংলা শব্দ গঠনে এ সব প্রত্যয় কী ভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টি আলোচনা করলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আমরা জানি, গঠনগত দিকে থেকে শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত-

১। মৌলিক শব্দ (Root word or Simple word)

২। সাধিত শব্দ (Composed or derived word)

সাধিত শব্দ আবার দুই ভাগে বিভক্ত (ক) প্রত্যয় সাধিত শব্দ (Inflected word) (খ) সমাস সাধিত শব্দ (Compounded word।[১৩] যে শব্দ বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে মৌলিক ভাবের দ্যোতনা করে এমন প্রত্যয় পাওয়া যায়, এবং ঐ অংশটিকে সম্প্রসারিত করে এমন এক বা একাধিক ধ্বনি পাওয়া যায়, তাকে বলে সাধিত শব্দ। 'যে সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিলে, তাহাদের মধ্যে মৌলিক ভাব দ্যোতক একটা অংশ পাওয়া যায়, এবং ঐ মৌলিক ভাবটীর প্রসারক, সঙ্কোচক অথবা অন্য উপায়ে উহার অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নকারী কোনও অংশ (যাহাকে প্রত্যয় বলে) পাওয়া যায়, সেই সকল শব্দকে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বলে' ।[১৪] যেমন কর্তা, করণ, কারক, কর্তব্য, কর্ম, কারণ, কারী, কার, করী, কৃতি, এ শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি ভাব জড়িত তা হল করা, কোন কিছু করা, সুতরাং একটি মাত্র মূল শব্দ থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে। এ মূলটি হচেছ কৃ যার বিকারে কর্। এ মূল অংশটিকে বলা হয় প্রকৃতি। আর প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রসারক ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত হয়ে প্রদত্ত শব্দগুলি সাধিত হয়েছে বলে এ সব শব্দের নাম সাধিত শব্দ। প্রকৃতির সঙ্গে যে সব ধ্বনি বা ধ্বনিগুচছ বাবহৃত হয়ে সাধিত শব্দগুলো সৃষ্টি করেছে তাদেরকে বলে প্রত্যয় (Affix, sufix) যেমন কৃ + অক (ণেক) = কারক, কৃ + তব্য = কর্তব্য , এসব শব্দের -অক এবং -তব্য হল প্রত্যয় আর প্রকৃতি বা মূল অংশের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গুলি সৃষ্ট হয়েছে বলে এদেরকে বলে প্রত্যয় সাধিত শব্দ। এভাবে মুক্তরূপমূলের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় সংযুক্তির ফলে শব্দের অর্থ ও পদগত পরিতবর্তন সাধিত হয়। নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠনে, শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধনে, শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, অর্থের সংকোচনে এবং শব্দার্থ পরিবর্তনে সাধিত প্রত্যয়ের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে।

সাধিত অন্ত্য-প্রত্যয়ঃ অন্ত্যপ্রত্যয় প্রথাগত ব্যাকরণে পরাসর্গ বা প্রত্যয় (suffix) নামে পরিচিত। 'A letter or sound or group of letters or sounds which are added to the end of a word, and which change the meaning or function of the word'।[১৫] বাংলায় সাধিত অন্ত্য প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। সরল শব্দের সঙ্গে সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে শব্দের গঠনগত ও শ্রেণীগত বৈচিত্র্য সাধন করে। পদগত শ্রেণী পরিবর্তনে বাংলা সাধিত অন্ত্য-প্রত্যয়ের ব্যবহার ভাষার নতুন শব্দগঠনে ভূমিকা পালন করে। যেমন-অন্ত্যপ্রত্যয় -তা, -নীয় ইত্যাদি মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধিত রূপমূল গঠন করে। বাংলা সাধিত অন্ত্য-প্রত্যয়ের ব্যবহার ও গঠনগত বিন্যাস নিচে আলোচনা করা হল-

(ক) কৃৎ প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয়

১। শূন্য (০) প্রত্যয় ঃ কোনো প্রকার প্রত্যয় চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদরূপে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে শূন্য প্রত্যয় আছে বলে ধরে নেয়া হয়। প্রত্যয়-চিহ্ন সংযোজিত না হলেও বাক্যের গঠন ও অর্থ থেকে এ-সব প্রত্যয়ের ভূমিকা সহজেই অনুমান করা হয়। এ-সব প্রত্যয়ের গঠন বিন্যাস হচ্ছে মুক্তরূপ মূল + শূন্য প্রত্যয় চিহ্ন। যেমন- এভাবে ধরপাকড় আর কতদিন চলবে ?

২। অ

প্রবণতা, ঈষদ্ভাব বা প্রায় ঘটছে প্রভৃতি অর্থে ধাতুর সঙ্গে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। পুরোপুরি সাধিত প্রত্যয়রূপে গণ্য না হলেও সাধিত প্রত্যয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য এ প্রত্যয় বহন করে। কেননা, এ প্রত্যয়যোগে এক শ্রেণীর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ সৃষ্টি হয় ।[১৬] যেমন ঃ

কাঁদ + অ = কাঁদ (কাঁদ কাঁদ ভাব)

নিব্ + অ = নিব (নিব নিব দ্বীপ)

পড় + অ = পড় (পড় পড় অবস্থা)

উচ্চারণে এ অ কখনও কখনও 'উ' এবং ও এর মত হয়। ফলে শব্দেও তা ব্যবহৃত হয়। যেমন;

নিব ⟶ নিবু নিবু ভাব

মরমর ⟶ মরো মরো অবস্থা

উড় উড় ⟶ উড়ু উড়ু অবস্থা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আসন্ন প্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে বিশেষণ হয় তাহাতে এই-অ প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা, পড় ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক ধাতু হইতে পাক-পাক, মর ধাতু হইতে মর-মর, কাঁদ হইতে কাঁদ-কাঁদ।[১৭]

৩। আ

-আ প্রত্যয়টি কারক ও ভাববাচ্যের এবং নাম-ধাতু গঠনের প্রত্যয়রূপে চিহ্নিত। এর ব্যবহার অধিক এবং ব্যবহারের ভিত্তিতে এর বাচ্য নির্ণিত হয়। অন্যদিকে তা নাম-ধাতু গঠনকালেও যুক্ত হয় বলে এর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।।[১৮] নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়ের সাধিতরূপে ব্যবহার সুলভঃ

ক) ধাতুর পরে -আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়; বাঁধ্ ধাতুর উত্তরে -আ যোগে বাঁধা। এগুলি বিশেষ্য বিশেষণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাংগঠনিকভাবে এ ব্যবহারকে সূত্রবদ্ধ করা যায় এভাবে ক্রিয়ামূল+-আ প্রত্যয়=বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ।

খ) কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ Monosyllabic ধাতুর পরে এরূপ -আ প্রত্যয় দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে; যেমন- ধর্, মার্, চল্, বল্, হতে ধরা (মাছ), মারা (হাত), চলা (জিনিস)। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের পরে আ প্রত্যয়ের সংযোগ হয় না; যেমন, আঁচড় হতে আঁচড়া, আছাড় হইতে আছড়া হয়না। তবে বিশেষণরূপে হতে পারে; যেমন, থ্যাৎলা মাংস, কোঁকড়া চুল, বাঘ-আচড়া গাছ, নেই-আঁকড়া লোক (ন্যায়-আঁকড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)। সাংগঠনিক ভাবে সূত্রাবদ্ধ করা যায় এভাবে- একাক্ষর শব্দ + আ প্রত্যয় = দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষ্য/ বিশেষণ।

গ) -আ প্রত্যয়যোগে পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যও গঠিত হয়। যেমনঃ দাওয়া (দাবি অর্থাৎ দাও বলার অধিকার); আছড়া (আঁটি হতে ধান আছড়িয়ে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে)।

ঘ) ক্রিয়াত্মক বিশেষণবাচক (Past Participle) পদ গঠনে আ প্রত্যয়ের ব্যবহার পাওয়া যায়; যেমন, হওয়া, চাক্‌রি, রাঁধা ভাত, বাড়া ভাত, জানা কথা, শোনা গল্প, ধোয়া কাপড় ইত্যাদি।

৪। -অন ঃ -অন প্রত্যয় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ তৈরি করে। যেমনঃ মাতন্, চলন, খাওন্, থাকন, নাচন, গড়ন্, রাঁধন, বাড়ন, কাঁপন ইত্যাদি।

৫। -অনা

অন্ প্রত্যয়ের সঙ্গে -আ প্রত্যয় যোগ করলে-অনা প্রত্যয় গঠিত হয় এবং এ প্রত্যয়টি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বিকল্পে বিশেষ্য পদ তৈরি করে।

পাওন্ ⟶ পাওনা, দেওন ⟶ দেনা, ফেলন্ ⟶ ফেলনা, শুকন্ ⟶ শুক্‌না ইত্যাদি।

আসাম + ই = আসামি

গুজরাট + ই = গুজরাটি ইত্যাদি।

৬। -আই

ক্রিয়ার সঙ্গে -আই প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ক্রিয়বচক বিশেষ্যপদ গঠন করে। এ ধরনের প্রত্যয় কেবল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যই নয়; পদার্থ,মানুষের নামও প্রকাশ করে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ঃ বাছাই, যাচাই, বাঁধাই, লড়াই, খোদাই, ঢালাই। পদার্থবাচক বিশেষ্য ঃ মরাই (ধানের), বালাই (বালকের অকল্যাণ) মিঠাই ইত্যাদি। মানুষের নাম ঃ বলাই, কানাই, জগাই, নিতাই ইত্যাদি।

৭। -উয়া

-উয়া প্রত্যয় কখনও কখনও বিশেষণ পদ তৈরি করে। যেমন-

জল ⟶ জলুয়া (জলবিশিষ্ট)

পড়ু ⟶ পড়ুয়া

বাত ⟶ বাতুয়া

মাছ ⟶ মাছুয়া (মেছো)

বন ⟶ বনুয়া (বুনো)
মাঠ ⟶ মাঠুয়া (মেঠো)
৮। -অনি
-অনি প্রত্যয় যোগে বাংলায় পদার্থবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। যথা- চালুনি, বিননি ((চুলের), চাটনি, তলানি, ছাঁকনি, খাটনি, চাহনি, কখনও কখনও আবার ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ পদও তৈরি করে যেমন ঃ রাঁধুনি, ঘুম-পাড়ানি, পাট-পচানি ইত্যাদি।
৯। -আন
এ প্রত্যয় যোগে নিজন্ত ক্রিয়া হতে ক্রিয়াবাচক ও এর অর্থ পরিবর্তনে কখনও কখনও বস্তুবাচক বিশেষ্যপদ গঠিত হয়। যেমন- জানান/জানানো (সে আমাকে জানান দিল), তাকে জানানো বা না জানানো দুই-ই সমান), চালান্ (সে মাল চালান্ দিল) চালানো (এভাবে কাজ চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়), মানান/মানানো (মানান্ সই কাজ করলে তোমাকে নিয়ে আমাকে আর বিপদে পড়তে হত না, মানানো বিষয় নিয়ে এত কথা কেন ?)। তেমনি নামধাতু হতে জুতা-জুতান্, জুতানো; যোগ-যোগান/যোগানো, ঠক-ঠকান/ঠকানো, হাত-হাতান/হাতানো, জমা-জমান/জমানো ইত্যাদি।
১০। -আনো
-আন প্রত্যয়টি নিজন্ত ক্রিয়া বোঝাতে বা নিজন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝাতে আনোরূপে ব্যবহৃত হয়। জানা + আনো =জানানো (ওকে জানানো দরকার কী?), তেমনি করানো, শোয়ানো, পড়ানো, ওঠানো ইত্যাদি। বিশেষণ হিসেবেও এ প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে-জানানো (জানানো খবর), পড়ানো (পড়ানো বিষয়), ওঠানো (ওঠানো কথা) ইত্যাদি।

বাংলা সাধিত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদের নাম তদ্ধিত প্রত্যয়।[১৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: শব্দ বা নাম-প্রকৃতির উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হয় ।[২০] নিচে বাংলা সাধিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখানো হল-
১। -আ
বিশেষের সঙ্গে-আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন- কাঁচ ⟶ কাঁচা, গল-গলা, প্রেম⟶প্রেমা, চোর ⟶ চোরা, বাঘ-বাঘা, পাগল ⟶পাগ্‌লা, পশ্চিম ⟶ পশ্চিমা, গাছ ⟶ গাছা, এক ⟶ একা, হাত ⟶ হাতা, জল ⟶ জলা ইত্যাদি।
২। -আনি
ক্রিয়ার সঙ্গে এ প্রত্যয়যুক্ত হলে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন- ডুব্ + আনি = ডুবানি, চুব্ +আনি = চুবানি, দেখা+আনি = দেখানি।
৩। -আই
ক) বিশেষণের সঙ্গে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভাববাচক বিশেষ্য গঠন করে- বড়+আই = বড়াই, পুষ্ট + আই = পোষ্টাই, সাফ+আই= সাফাই ইত্যাদি।
খ) বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ প্রত্যয় বিশেষণ পদ গঠন করে; চোর - আই ⟶ চোরাই, মোঘল+আই=মোঘলাই।

৪। -আনা

-আনা প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য হতে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমনঃ বাবুয়ানা, সাহেবীয়ানা, নবাবিয়ানা, মুন্সিয়ানা ইত্যাদি।

৫। - লা

-লা প্রত্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে তা বিশেষণ পদ গঠন করে; মেঘলা, বাদলা, পাতলা, গামলা, একলা, দোকলা ইত্যাদি।

৬। -আরি

-আরি প্রত্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে তা বিশেষ্য পদ গঠন করে; জুয়ারি, কাঁসারি, চুনারি, পূজারি, ভিখারী।

৭। -আরু

-আরু প্রত্যয় কখন ও কখন ও বিশেষণ পদ গঠন করে; যেমন:দাবাড়ু

৮। -উক

-উক প্রত্যয় বিশেষণ পদ গঠন করে; যেমন: মিথ্যুক, মিশুক, লাজুক।

৯। -ই

এ প্রত্যয়টি ধর্ম ও ব্যবসা, অনুকরণ, দক্ষতা, বিশিষ্টতা, দেশীয়-প্রভৃতি অর্থে বিশেষ্য হতে বিশেষণ পদ সৃষ্টি করে। যেমন-

গোলাপ + ই = গোলাপি	সাহেব + ই = সাহেবি
বেগুন + ই = বেগুনি	নবাব + ই = নবাবি
চালাক + ই = চালাকি	হিসাব + ই = হিসাবি
ডাক্তার + ই = ডাক্তারি	আলাপ + ই = আলাপি
মোক্তার + ই = মোক্তারি	দাম + ই = দামি
রাগ + ই = রাগি	

১০। -আমি

বিশেষ্য পদের সঙ্গে-আমি প্রত্যয় যোগের ফলে বিশেষণ পদ গঠি হয়-

বাঁদর + আমি = বাদরামি, ছেলে + আমি = ছেলেমি।

১১। -ঈ

বিশেষ্যের সঙ্গে -ঈ প্রত্যয় যোগে নিম্নলিখিত অর্থে বিশেষণ পদ গঠন করে-

ক) আছে যার অর্থে ঃ দাগী, তেজী, দামী, ভারী।

খ) বৃত্তি বা দক্ষতা অর্থে ঃ ঢাকী, সেতারী, হিসাবী, শিকারী।

গ) যা দিয়ে তৈরি বা যার রঙে তৈরি অর্থে ঃ রেশমি, পশমী, সুতী, বাদামী, আসমানী, জাফরানী ইত্যাদি।

ঘ) সেখানে তৈরি বা -সেখানকার অর্থে- শান্তিপুরী, কাশ্মিরী, বেনারসী, বিলাতি।

সাধিত স্ত্রী প্রত্যয়

বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে লিঙ্গ নামক অধ্যায়টি আলোচিত হয়। লিঙ্গ শব্দের মৌলিক অর্থ চিহ্ন, লক্ষণ বা নিদর্শন। বিশেষ অর্থেই এর সাহায্যে স্ত্রী বা পুরুষ-জ্ঞাপক চিহ্ন বুঝানো হয়। ব্যাকরণের পরিভাষায় শব্দে ব্যবহৃত যে-চিহ্ন দেখিয়া (বা শুনিয়া) শব্দের স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারা যায়, সেই চিহ্নকেই লিঙ্গ বলে।[২১] বাংলা ভাষায় লিঙ্গ তিনভাবে পরিবর্তিত হয়ঃ

ক) প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই; স্ত্রীবাচক বা পুরুষ বাচক ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে- বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে

খ) প্রত্যয় নয়, বিশেষণ হিসেবে মুক্তরূপমূল ব্যবহার করে, ছেলে-বেটা ছেলে। কবি-মহিলা কবি।

গ) শব্দের সঙ্গে স্ত্রী প্রত্যয় (অন্ত্যপ্রত্যয়) যোগে:মামা-মামী, কাকা-কাকী।

স্ত্রী প্রত্যয় বলতে বুঝায় যে-সব প্রত্যয় পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে বসে শব্দটিকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিণত করে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত -ঈ, -নী, -ইনী, -আনী এই কয়েকটি খাঁটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়। এ প্রত্যয়ের সাহায্যে মূলত শব্দে পদগত পরিবর্তন সাধন হয় না; শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয় মাত্র। তবে দু'একটি শব্দে-ঈ, -লী প্রত্যয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হলে বিশেষ্যপদকে কিছুটা বিশেষায়িত করে।

যেমন- মেয়ে-মেয়েলী (মেয়েলী গীত), অভাগা- অভাগী ।

শব্দের শ্রেণী পরিবর্তনে সাধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার

পদ পরিবর্তন ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়। সাধারণভাবে বলা যায় বিভক্তিযুক্ত শব্দমাত্রই হচ্ছে পদ। অর্থাৎ পদ = শব্দ+বিভক্তি। প্রথাগত ব্যাকরণের এ বিভক্তিকেই আমরা বলছি প্রত্যয়। বাংলা ভাষায় পদ পরিবর্তনে সাধিত প্রত্যয়ের ভূমিকা বিদ্যমান। প্রত্যয় ব্যবহারের ফলে শব্দের পদগত ও অর্থগত পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

বাংলাভাষায় এক পদকে অন্য পদে রূপান্তরিত করার সময় সাধারণত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হয়-

ক) প্রথম স্বরের পরিবর্তন ; চন্দ্র-চান্দ্র

খ) প্রত্যয় যোগে:খেয়াল-খেয়ালী

গ) প্রথম স্বরের পরিবর্তন এবং প্রত্যয়যোগ: অঙ্গ-আঙ্গিক

ঘ) মধ্য স্বরের পরিবর্তন এবং প্রত্যয়যোগ: আদর-আদুরে(আদর+ ইয়া)

ঙ) য-ফলা যোগে: কণ্ঠ-কণ্ঠ্য(কণ্ঠ+ ইয়)

চ) একাধিক স্বরের পরিবর্তন: মাটি-মেটে (মাটি+ইয়া)

বিশেষ্যপদ : কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্যপদ বলে। অর্থাৎ 'যে পদের দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ বা কোনো কাজ বুঝায় তাহাকে বিশেষ্যপদ বলে'।[২২] বিস্তৃতভাবে বললে, কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, সমষ্টি, কাজ কিংবা বৈশিষ্ট্যের নামকে বাক্যে প্রকাশ করলে তাকে বলে বিশেষ্য পদ। যেমন-কহিনূর, আহার, দয়া, ঢাকা ইত্যাদি।

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ ঃ বিশেষ্য পদকে বিশেষণ পদে পরিণত করার সময়- উক, -আই, -ইক, -ইত, -ত, -আলী/লী, -ঈ, -উয়া, -ওয়া, -লু, -টে ইত্যাদি সাধিত প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-

বিশেষ্য-	বিশেষণ
লাজ-	লাজুক
ঢাকা-	ঢাকাই
কায়-	কায়িক
দুঃখ-	দুঃখিত
গ্রাস-	গ্রস্ত
মেয়ে-	মেয়েলি
ভার-	ভারী
ঘর-	ঘরোয়া
দয়া-	দয়ালু

নিয়ম- ১

বিশেষ্যের সঙ্গে-ইক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ গঠন করে। এক্ষেত্রে বিশেষ্যের প্রথম স্বর পরিবর্তিত হয়। বিষয়টি এভাবে দেখানো যায়-

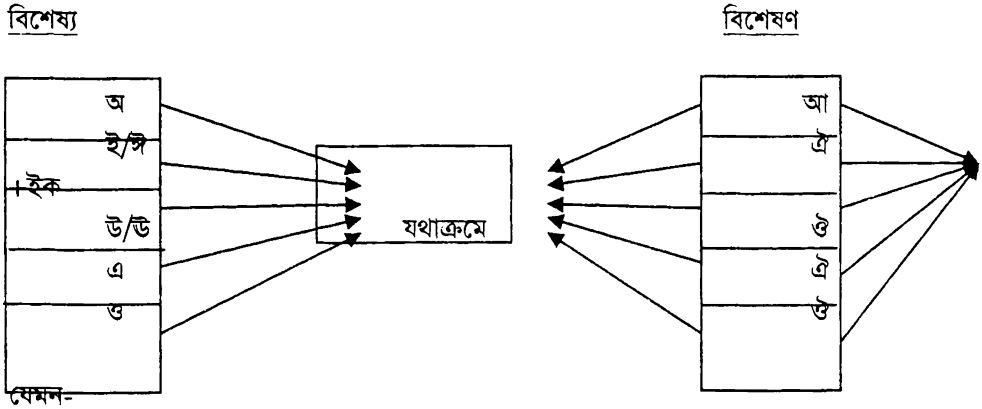

নীতি-নৈতিক	ব্যবহার-ব্যবহারিক
ভূত-ভৌতিক	শরীর-শারীরিক
দেব-দৈব	সাহিত্য-সাহিত্যিক
যোগ-যৌগিক	কাব্য-কাব্যিক
অংশ-আংশিক	ইতিহাস-ঐতিহাসিক
অঙ্গ-আঙ্গিক	লোক-লৌকিক ইত্যাদি।
অভিধান-আভিধানিক	

নিয়ম- ২

বিশেষ্যপদের সঙ্গে -অব/-ইব, -য, -এয়/য়, -ঈয় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগেও বিশেষণ পদ গঠিত হতে পারে; তবে এক্ষেত্রে বিশেষ্য পদের ধ্বনি যথাক্রমে অ→আ, ঋ→অর/আর রূপে পরিণত হয়। যেমন-

অরণ্য-আরণ্য	শয়ন-শায়িত
সন্ধা-সান্ধ্য	জন্তু-জান্তা
সংখ্যা-সাংখ্য	প্রমাণ-প্রামাণ্য
শ্রবণ-শ্রাব্য	দ্রবণ-দ্রাব্য

নিয়ম- ৩

বিশেষ্যের সঙ্গে -ইত/-ঈত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন- আনন্দ-আনন্দিত, আলোড়ন-আলোড়িত, উদয়-উদিত, খন্ড-খন্ডিত, তিরোধান-তিরোহিত, নির্বাচন-নির্বাচিত, আশ্রয়-আশ্রিত, পতন-পতিত, লজ্জা-লজ্জিত, সজ্জা-সজ্জিত, চিত্র-চিত্রিত ছন্দ-ছন্দিত ইত্যাদি।

নিয়ম- ৪

বিশেষ্যপদের সঙ্গে -অন(অণ), -অনা, -অয়, -য়ন থাকলে এর সঙ্গে-ইত/ঈ প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ পদ গঠন করা হয়। বিশেষণে রূপান্তরিত করার সময়-অন, -অনা, -অয়, -য়ন ইত্যাদি বাদ যায়। উদাহরণঃ

প্লাবন-প্লাবিত	রচনা-রচিত
পতন-পতিত	রোপন-রোপিত
নিশ্চয়-নিশ্চিত	কর্ষণ-কর্ষিত
ভয়-ভীত	উদয়-উদিত
তাড়ন- তাড়িত	উন্নয়ন-উন্নীত
তপন-তাপিত	

নিয়ম-৫

বিশেষ্যের শেষে-অর বা -আর থাকলে এর সঙ্গে -ইত প্রত্যয় যোগ করলে অর/আর = ঋ-কার (ৃ) হয়

পরিস্কার-	পরিস্কৃত
পুরষ্কার-	পুরস্কৃত
আদর-	আদৃত
উদ্ধার-	উদ্ধৃত
ঝংকার-	ঝংকৃত

নিয়ম-৬

বিশেষ্যের সঙ্গে-ঈ, -আই, -আলী, -লি, -টে, -ঈন, -ইল, -ল, -এল, -উক, -শ, -মান, -বান, -তানীয় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ পদ গঠন করা হয়-

ডাক্তার-ডাক্তারী	উদম-উদ্যমী	সাহেব-সাহেবী
দরদ-দরদী	খেয়াল-খেয়ালী	মোঘল-মোঘলাই
চৈত-চেতালী	সমকাল-সমকালীন	তামা-তামাটে
মেয়ে-মেয়েলী	ঢাকা-ঢাকাই	আসন-আসীন
ধন-ধনবান	দোষ-দূষনীয়	ত্রাস-ত্রস্ত
করণ-করণীয়	আসমান-আসমানী	

বিশেষণ থেকে বিশেষ্য ঃ যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অর্থের সীমাকে সংকুচিত করে দেয় এবং পদটির দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, ধরন প্রভৃতি প্রকাশ করার মাধ্যমে এই অর্থ সংকোচনের কাজটি করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে শব্দ বা পদ বিশেষ্য, সর্বনাম বা ক্রিয়াকে বিশেষিত করে বা কোনওভাবে বিশিষ্টতা দেয় সেই শব্দ বা পদই বিশেষণ।[২৩] বিশেষণ হতে বিশেষ্য পদ গঠনে -য, -তা, -মি, -ত্ব, -পনা ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করতে হয়। বিষয়টি এভাবে দেখানো যেতে পারে-

বিশেষণ + তা/য (ৎ)/ = মি/ -ত্ব = বিশেষ্য। উদাহরণ-

উচিত-ঔচিত্য	কৃপণ-কার্পণ্য
দেব-দেবত্ব	কঠিন-কাঠিন্য
ঘন-ঘনত্ব	উদার- ঔদার্য
শীত-শৈত্য	এক-ঐক্য
দীন-দীনতা/দৈন	অধিক-আধিক্য

প্রত্যয়ের বিকাশক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত 'প্রত্যয়' রূপমূল গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। উপরি-উক্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত সম্ভব যে, সাধারণভাবে প্রত্যয় রূপমূলের শেষে সংযুক্ত হয়ে রূপমূলের আকার বৃদ্ধি ও অর্থ পরিবর্তনে সহায়তা করে। প্রত্যয় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না বলে তা বদ্ধরূপমূল হিসেবে স্বীকৃত। প্রচলিত অভিধায় প্রত্যয় ব্যবহৃত হলেও 'প্রত্যয়' শব্দটিতে নতুন তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছে। ফলে এমন কতগুলো রূপকে প্রত্যয়রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যা সাধারণের কাছে আজও অপরিচিত। যেমন: নাম বিশেষ্য রূপমূল অভিধা প্রচলিত থাকলেও নাম প্রত্যয়ের উল্লেখ ব্যাকরণে নেই। উদাহরস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা একটি নাম বিশেষ্য রূপমূল; এর সঙ্গে -আই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ঢাকাই শব্দটি সাধিত হয়েছে এবং তা বিশেষণ শব্দ। অতএব -আই প্রত্যয়কে কখনও কখনও নাম সাধিত প্রত্যয়রূপে অভিহিত করা যায়। প্রত্যয়ের এরূপ ব্যবহারের ভিত্তিতে আধুনিক ব্যাকরণে সাধিত প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-(ক) উৎপাদনশীল (productive) (খ) অনুৎপাদনশীল (unproductive)। উৎপাদনশীল সাধিত প্রত্যয় নতুন শব্দ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-`A productive affix is a derivational affix that is currently used in the derivation of a new words' (internet)। মুক্ত রূপমূল + সাধিত প্রত্যয় = সাধিত শব্দ যা ব্যাকরণিক ও অর্থ পরিবর্তনকারী একক রূপে চিহ্নিত। অতএব, সাধিত শব্দের এরূপ গঠন মুক্ত রূপমূল+সাধিত প্রত্যয়=নতুন শব্দ বা সাধিত শব্দ-এভাবে নির্দেশ করা যায়। ভাষাবিকাশের লক্ষ্যে নতুন শব্দ বা রূপ তৈরির প্রবণতা ভাষার সৃষ্টিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সৃষ্টিশীলতার এরূপ প্যাটার্ন এভাবে দেখানো যেতে পারে-

-ই প্রত্যয় সাধিত -

মুক্ত রূপমূল + ই প্রত্যয়, আসাম- আসামি, জাপান- জাপানি, দরকার- দরকারী ইত্যাদি। সৃষ্টিশীলতার অন্যান্য উদাহরণ হচ্ছে কাশ্মিরী, সামাজিক, আগামী, আঙ্গিক, মৌখিক, দয়ালু, নিদ্রালু, তন্দ্রালু, অভ্যন্ত রীণ, আনুমানিক, আকাশি, আকর্ষণীয় ইত্যাদি।

সাধিত প্রত্যয় মুক্ত শ্রেণীর সদস্য: যে-সব সাধিত প্রত্যয় ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তা-ই প্রত্যয় মুক্ত শ্রেণীর সদস্য রূপে পরিগণিত। মুক্ত শ্রেণীর সদস্যগুলো সংখ্যায় অসংখ্য ও অনির্ধারিত । তবে ভাষাভেদে এ প্রত্যয়ের ব্যবহার নির্দিষ্ট। বাংলাভাষায় সম্প্রসারিত রূপমূলের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবহার লভ্য।

সাধিত প্রত্যয় বদ্ধ শ্রেণীর সদস্য: বদ্ধ শ্রেণীর সদস্য বলতে এমন একটি শ্রেণীর সদস্যকে বুঝানো হয়েছে ভাষায় যাদের অনুপ্রবেশ সরাসরি ঘটে না। শব্দ গঠন প্রক্রিয়ায় মুক্ত রূপমূলের সংশ্লিষ্টতা প্রাথমিক শর্ত হওয়ায় নতুন নতুন শব্দ গঠনে এরা সহায়ক প্রপঞ্চ হিসেবেই বিবেচিত হয়। এ প্রত্যয়ের গঠনগত রূপও সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। সাধিত প্রত্যয়ের গঠন ও সৃষ্টিশীলতা নির্দেশ করে যে, সাধিত প্রত্যয়গুলো একাধিক ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়। ভাষাসংগঠনের কোন প্রয়োজনে এ-সব শব্দ গঠন বিন্যাস নির্ধারিত হয় তা পূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে বলা যায় যে, এ-সব প্রত্যয় ইচ্ছামত ব্যবহারযোগ্য নয়;যেমন-মেয়ে-মেয়েলী, মেঘ-মেঘলা,সোনা-সোনালী ইত্যাদি।

ভাষায় প্রত্যয় অর্ন্তর্ভুক্তি: ভাষাভেদে প্রত্যয় সংযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তির নিয়ম মান্য। ভাষার সার্বজনীন সূত্রের মাধ্যমে ভাষাবিশেষে প্রত্যয় সংযুক্তির বিষয়টি সম ও সমান্তরালভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য। কেননা, পৃথিবীর তাবৎ ভাষায় প্রত্যয় সংযুক্তির মাধ্যমে যেভাবে শব্দ গঠিত হয়, তাতে সাদৃশ্য - ঐক্য নির্মাণ সম্ভব। ভাষাতাত্ত্বিক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া প্রত্যয় সংযুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যয়-গঠন প্রক্রিয়া রূপ এখানে ক্রিয়াশীল।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যয় বাংলা শব্দ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথাগত ব্যাকরণের এ প্রত্যয় অভিধায় অসঙ্গতি বিদ্যমান। আধুনিক ব্যাকরণের প্রত্যয় ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ ধারণার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। উপসর্গ,বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি নামে অভিহিত না করে কেবল প্রত্যয় নামে অভিহিত করলে পারিভাষিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা প্রত্যয় অভিধাটি আর্থ মানদণ্ডের ভিত্তিতে গ্রহণ করলেও প্রত্যয় আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা সংগঠন ও অর্থ এ দুয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রত্যয় বিচারের মানদণ্ড আর্থ হওয়াই অভিপ্রেত।

তথ্যনির্দেশ

১ হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, মুহাম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী, ১৯৯৪, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা- ২৫৮

২ ডঃ বিশ্বরূপ সাহা, ১৯৯৭, সংস্কৃত ব্যাকরণ, কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃষ্ঠা-৭০

৩ ডঃ শাহাজাহান মনির, ১৪১০, বাংলা ব্যাকরণ, ঢাকাঃ স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-৭৫

৪ ডঃ বিশ্বরূপ সাহা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০

৫ জ্যোতিভূষণ চাকী, ১৯৯৬, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১১৬

৬ Jack Richards and other (edt)' 1985, Longman Dictionary of applied linguistics, England: Longman group uk limited P.7
৭ Ibid
৮ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ২০০২, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা-৩৩৬-৩৩৭
৯ ডঃ বিশ্বরূপ সাহা, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭০
১০ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২০০৩, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা-১২৭
১১ জ্যোতিভূষণ চাকী, ১৯৯৬ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৬
১২ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠ-৩৩৭
১৩ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠ-১২২
১৪ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২২
১৫ Ibid, page-281
১৬ হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৮
১৭ হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত; ২০০২, বাঙলা ভাষা, প্রথম খণ্ড, ঢাকা; আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৩৪২
১৮ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক; ২০০৩; ব্যাকরণ মঞ্জরী; ঢাকা; মাওলা ব্রাদাস; পৃষ্ঠা-৭৬
১৯ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য; ১৯৯৫, সিদ্ধান্তকৌমুদীর আলোক কৃ্যপ্রত্যয় বিচার; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-৩২
২০ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ১৯৩৯; ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা; রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা-১৫৫
২১ মনসুর মুসা (সম্পাদিত), ১৯৯৭; মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-৩৮
২২ হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত; ১৯৯৪, মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-১৯৩
২৩ সুভাষ ভট্টাচার্য; ২০০০; বাঙালির ভাষা; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; পৃষ্ঠা-১৫২